নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহিলাদের ব্যাপক সাফল্য

■ আ ফ রো জা শ হী দ ■

সারাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলন বেশ জোরেসোরেই অব্যাহত রয়েছে। গ্রামের বয়স্ক মহিলারাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণেই এই কর্মসূচীর সফলতা লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরনের সফলতা অর্জনের বিরল আনুষ্ঠানিকতাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি গাজীপুর জেলার নিরক্ষরমুক্ত কালীগঞ্জ থানার সর্বত্র জমে উঠেছিল এক আনন্দঘন মহামিলন মেলা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আজ মহিলারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, নিজেদের অন্ধকারে রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নতি তথা দেশের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। এরকম উপলব্ধির মুহূর্তেই সারাদেশে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচী শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কালীগঞ্জ থানার ৮টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ কর্মসূচীতে ২৪৪৫০ জন কিশোরী, যুবতী, গৃহবধূ এবং বয়স্ক মহিলারা হাতে-কলমে অক্ষর জ্ঞানার্জনে অংশগ্রহণ করেন। থানার ১৮৫টি গ্রামের ৪৫০০০ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন শুরু করা হয়। ১১ বছর হতে তদূর্ধ্ব বয়সের ২০৮৩৬ জন পুরুষ এবং অবশিষ্ট ২৪৪৫০ জন হচ্ছে নারী। থানার ৯৫টি ব্লকের ১৪৩৯টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে একজন করে প্রশিক্ষক দ্বারা অক্ষর জ্ঞানদান শুরু করা হয়। এর মধ্যে ৭৭৫টি মহিলা শিক্ষা কেন্দ্রে সকল বয়সের মহিলারা রুটিনমাফিক সংসারের কাজকর্ম শেষে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ৬ মাস অক্ষর জ্ঞানদানের পর সম্প্রতি থানার ১৩২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গৃহীত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ এই মূল্যায়ন পরীক্ষার দিনে সমগ্র কালীগঞ্জে অভূতপূর্ব এক আনন্দঘন মহামিলন মেলা জমে ওঠে। অসাধ্যকে সাধনের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কিশোরী, যুবতী, গৃহবধূ এবং বৃদ্ধারাও ঘর-সংসারের কাজকর্ম ফেলে দুধের শিশুকে কোলে-কাঁধে ঘুম পাড়িয়ে একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা দিয়েছেন। স্কুল-কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীরাও ঘটা করে তাদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাতা-পিতাকে কেন্দ্রে নিয়ে এসে পরীক্ষা দেওয়াতে দেখা গেছে। টাকা-পয়সার অংক মিলানোর হিসেব করতে পেরে জীবন সায়াহ্নে এসে তারা আনন্দে আত্মহারা। তাদের কেউ কেউ নিজস্ব কুটিরশিল্পকে অবলম্বন করে দরিদ্র স্বামীর সংসারে শ্লোগান দিতে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন। আবার অনেকেই সামান্য অর্থ যোগানোর অভাবে কর্মক্ষম হয়েও রোজগারের অবলম্বনের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সদ্য অক্ষরজ্ঞানলব্ধ হাজার হাজার মহিলা এখন জীবনের অপরিপূর্ণ কাজটি রপ্ত করার পরে কিঞ্চিৎ অর্থ যোগান এবং কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। তারা নিজস্ব দক্ষতাবলে এখন দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন।

এই অনন্যসাধারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গাজীপুর জেলা এবং কালীগঞ্জ থানা প্রশাসনের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সাথে সঠিক সমন্বয় সাধনের সফলতাতেই কর্মক্ষম অথচ বেকার পুরুষ এবং মহিলাদের নিরক্ষরমুক্ত করার পথে ব্যাপক সফলতা বয়ে এনেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের ১৭টি জেলার মধ্যে টি.এস.এম.এ'র কর্মকান্ডের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কালীগঞ্জ থানাকে প্রথম স্থান অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কালীগঞ্জ থানার এই সফলতা দেশের অন্য স্থানের মহিলাদেরকেও উৎসাহিত করবে নিঃসন্দেহে। ❑

নিরক্ষরতার অভিশাপে অভিশপ্ত যে গৃহবধূ সংসারের ঘানি টেনেও জীবনের হিসেব মেলাতে পারেনি–সেই বয়স্কা মহিলারাও

নিরক্ষরতামুক্ত আন্দোলনে কালীগঞ্জের বৃদ্ধা, গৃহবধূ থেকে শুরু করে কিশোরীরা পর্যন্ত কেউ পিছিয়ে নেই। ছবিতে দেখা যাচ্ছে শিশুকোলে মায়েরাও এসেছেন মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নিতে। একই সংগে ছোট ছোট বালিকারাও পরীক্ষা দিচ্ছে। ছবিঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

তারিখ ... OCT 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...